আইপিএলে আজ

কলকাতা নাইট রাইডার্স
বনাম দিল্লি ডেয়ারডেভিলস
সময় ঃ রাত ৮টা, কলকাতা

ইডেনে গেলেন না সামি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ ঘড়ির কাঁটায় বিকেল ৪.২০। দমদম বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে এলেন মহম্মদ সামি। কানে মোবাইল। মাথায় টুপি। দ্রুত উঠে গেলেন অপেক্ষারত টিম বাসে। বসলেন পিছন দিকের আসনে। টেনে দিলেন জানলার পর্দা। বাকি সময়ে মহম্মদ সামির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হয়েছিল বিস্তর। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। মোবাইল বেজে গিয়েছে ভারতীয় পেসারের। কখনও বা নিজেই ফোন কেটে দিয়েছেন। সন্ধ্যার ইডেনে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের ঐচ্ছিক অনুশীলনে দলের বেশিরভাগ ক্রিকেটার হাজির হলেও দেখা যায়নি সামিকে। তার মধ্যে রাতের দিকে শোনা গিয়েছিল, তাঁকে কলকাতা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে। যদিও রাত প্রায় ৯টার সময় কলকাতা পুলিশের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সামিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি আজ।

স্ত্রী হাসিন জাহান মহম্মদ সামির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছিলেন। তারপর অনেক সময় পেরিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে ক্লিনচিট পেয়ে সামি এখন ক্রিকেটের মূলস্রোতে। দিল্লির হয়ে আইপিএলও খেলছেন। সেই আইপিএলে কাল কলকাতার বিরুদ্ধে খেলার জন্যই আজ বিকেলে মুম্বই থেকে কলকাতায় পৌঁছোলেন সামি। পরকীয়া থেকে শুরু করে স্ত্রীর একাধিক অভিযোগের পর প্রথমবার কলকাতায় এলেও সামি থেকে গেলেন সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে। বিকেলে দমদম বিমানবন্দরে নামার পর থেকে রাত পর্যন্ত সময়টা দিল্লি ডেয়ারডেভিলস দলের সঙ্গে সামি কাটিয়ে দিলেন মধ্য কলকাতার এক হোটেলেই। কাল স্ত্রী হাসিন জাহান কি ইডেনে হাজির হয়ে সামির বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদের পথে হাঁটবেন? ভারতীয় পেসারের স্ত্রীর সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি শুরুতে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। পরে জানিয়েছেন, 'আমি সামির থেকে যেভাবে অপমানিত হয়েছি, তারপর কাল ইডেনে হাজির হয়ে প্রতিবাদ করার কোনো পরিকল্পনা নেই। যা হওয়ার আদালতেই হবে এবার।' উল্লেখ্য, স্ত্রী হাসিন জাহান ইতিমধ্যেই ভারতীয় পেসারের থেকে মাসে ১০ লাখ টাকা খোরপোশ চেয়ে মামলা করেছেন আলিপুর আদালতে। মহম্মদ সামি, ট্রেন্ট বোল্ট, ঋষভ পন্থরা আজ সন্ধ্যায় ইডেনে অনুশীলন না করলেও দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের অনেকেই ছিলেন সন্ধ্যার ঐচ্ছিক অনুশীলনে। অনুশীলনে হাজির ছিলেন অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরও। আবেগের ইডেনে হাজির হয়ে তাঁর মনের অবস্থা ঠিক কেমন ছিল, জানা যায়নি। এসবের মধ্যেই দিল্লির পেসার ক্রিস মরিস অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কলকাতায় নামার পর তাঁকে হাসপাতালেও নিয়ে যেতে হয়েছিল। তিনি সুস্থ হয়ে কবে মাঠে ফিরবেন, স্পষ্ট নয়। ঘটনা যাইহোক না কেন, কাল ইডেনের যাবতীয় আকর্ষণের কেন্দ্রে নিশ্চিতভাবেই থাকতে চলেছেন দিল্লির দুই প্রতিনিধি গম্ভীর ও সামি। অধিনায়ক গম্ভীরেকে ছুঁয়ে যাবে ইডেনের আবেগ। অন্যদিকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত সামির মধ্যে নিশ্চিতভাবেই নিজের ক্রিকেটীয় স্কিল দেখানোর বাড়তি তাগিদ থাকবেই। ফলে কার্তিকের দলের জন্য কাল কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে ইডেনে।

অনুশীলনে খোশমেজাজে ক্রিস লিনরা। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

আজ নাইটদের পথের কাঁটা 'অধিনায়ক' গম্ভীর

সঞ্জীবকুমার দত্ত ● কলকাতা

১৫ এপ্রিল ঃ হালখাতা, বর্ষবরণে ব্যস্ত বাঙালি। ইংরেজি ক্যালেন্ডারেও ছুটির দিন। সোনে পে সুহাগা। পুরোনো হিসেবের পাট চুকিয়ে নতুন খাতা খোলা, নতুন বছরের নতুন 'লক্ষ্য' ঠিক করে নেওয়ারও। কিন্তু চাইলেই কি পুরোনোকে সহজে মুছে ফেলা যায়।

বোধহয় নয়। কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরমহলে ঢুঁ মারলে যা বেশ স্পষ্ট। সৌজন্যে গৌতম গম্ভীর। গত ৫ বছরে নাইটদের অন্যতম 'মুশকিল আসান'। অধিনায়ক হিসেবে সাফল্যের রাস্তা তৈরি করেছেন। কাল সেই গম্ভীরই নামবেন নাইট-বধের প্ল্যান 'এ', 'বি' 'সি'-কে সঙ্গী করে।

কেকেআরের হাঁড়ির খবর জানেন। চেনেন নারায়ণ, রাসেল, উথাপ্পাদের হাতের তালুর মতো। ইডেনের প্রতিটি ঘাসের সঙ্গে পরিচিত। একদা দ্বিতীয় হোম কলকাতা, কেকেআর-আবেগ ঝেড়ে আপাতত গম্ভীর ব্যস্ত নাইট-বধের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে।

গম্ভীর জমানায় 'করব, লড়ব, জিতব রে'-মন্ত্রে দীক্ষিত নাইট শিবিরের নয়া স্লোগান 'কেকেআর হ্যায় তৈয়ার'। গম্ভীর জমানা শেষ। কার্তিক জমানায় তারা কতটা প্রস্তুত, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শনিবার ঘরের মাঠে সানরাইজার্সের কাছে হারের পর কাঠগড়ায় ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তা থেকে অধিনায়ক কার্তিকও। উমেশ যাদবের মতো দেশীয় বোলারকে ছেড়ে দেওয়ার খেসারত প্রতিটি ম্যাচেই দিচ্ছে নাইটরা। নারায়ণ, চাওলা, কুলদীপ- স্পিন ত্রয়ীর দাপট অব্যাহত থাকলেও, জনসন-কুরান-রাসেলদের পেসটা ঝোলাচ্ছে। বিনয় কুমার, শিভম মাভিদের মতো দেশীয় বোলারদের দিয়ে উমেশের অভাব ঢাকার প্রয়াস আপাতত বিশবাঁও জলে।

সবকিছু ছাপিয়ে অধিনায়ক কার্তিক। পালাবদলের নাইটে গম্ভীরের জুতোয় পা গলানো কার্তিকের গত তিন ম্যাচের স্কোরশিট নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে। চলছে গম্ভীরের সঙ্গে তুলনাও। পোস্টমর্টেমের রেজাল্ট এখনও পর্যন্ত বিগ জিরো। বোলারদের ব্যবহার করা হোক বা ব্যাটিং অর্ডারে পরিবর্তন- নেতৃত্বের মশালা কতটা রয়েছে, প্রশ্ন নাইট সমর্থকদেরই। আর তুলনায় যখন সফলতম অধিনায়ক গম্ভীর, চাপটা প্রত্যাশিত।

আগামীকাল একেবারে সেই গম্ভীরের মুখোমুখি কার্তিক। সরাসরি দাঁড়িপাল্লায় প্রাক্তন আর বর্তমানের ডুয়েলে নাইটদের 'হালখাতার' হিসেবনিকেশ করার সুযোগ।

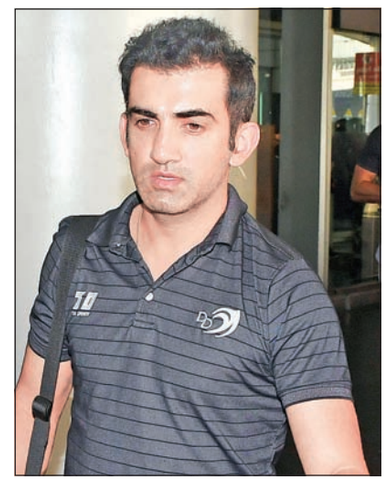

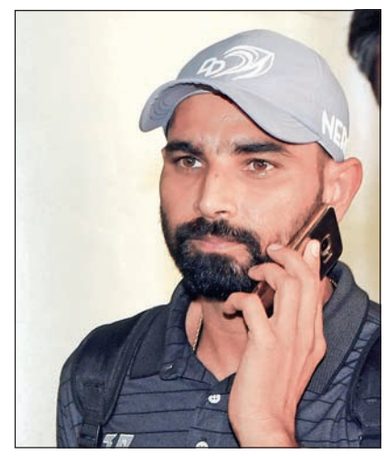

নাইটদের বিরুদ্ধে খেলতে কলকাতায় গম্ভীর-সামি।

ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও গম্ভীর এক্স-ফ্যাক্টর। দীর্ঘ ৫ বছর কেকেআরের হেঁশেল সামলানো গম্ভীর কাল নাইট-বধের স্ট্র্যাটেজি রূপায়ণে দিল্লির তুরুপের তাস। শনিবার প্রাক্তন নাইট সাকিব-ইউসুফরা সানরাইজার্সের জার্সিতে শেষ হাসি হেসেছেন। 'প্রাক্তন' গম্ভীর তো সেখানে নাইটদের দু-বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য।

নাইটদের সহকারী কোচ সাইমন কাটিচ যদিও একে গম্ভীর ইশ্যু ভাবতে রাজি নন। আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলে দিলেন, গম্ভীর যেমন তার দল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তেমনই নাইটরাও তার সম্পর্কে। গম্ভীর-ফ্যাক্টর নিয়ে মাথাব্যথা করার কোনো কারণ নেই। মুখে যাই বলুন কাটিচ, ব্যাপারটা আদৌ উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে কি?

নাইট শিবির আসলে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। ব্যাটিং অর্ডার থেকে সঠিক পেস কম্বিনেশন হাতড়ে বেড়াতে হচ্ছে। প্রথম দুই ম্যাচে সুনীল নারায়ণকে ওপেনিংয়ে ব্যবহারের পর গত ম্যাচে মিডল অর্ডারে খেলানো হয়। ওপেনিংও ক্লিক করেননি, ক্লিক করেনি নারায়ণের আনপ্রেডিক্টেবল ব্যাটিং। প্রথম দুই ম্যাচে রিঙ্কু সিংয়ের পরিবর্তে শুভমান গিল সাত নম্বরে নামানোর মধ্যেই যুব বিশ্বকাপ জয়ী তারকার উপর দলের কতটা আস্থা রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন প্রত্যাশিত। একই কথা প্রযোজ্য শুভমানের বিশ্বকাপ-সতীর্থ শিবম মাভিকে নিয়েও। বিনয় কুমারের বিরুদ্ধে দলে এলেও, প্রথম বল করার সুযোগ ১৫ নম্বর ওভারে!

ক্ষুব্ধ সমর্থকদের মতে, নাইটরা এবার দলটাই ঠিকঠাক গুছিয়ে করতে পারেনি। ফলাফল হাতের সামনে।

দিল্লি দলটাও কিন্তু আহামরি খেলছে না। প্রথম দুই ম্যাচে হারের পর শনিবারই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়ে পয়েন্টের খাতা খুলেছে। জেসন রয়, ঈশান কিশান, ঋষভ পন্থদের বাহারি ব্যাটিং রং দেখিয়েছে। গম্ভীর নিজেও শুরুর ম্যাচে রান পেয়েছেন। মুম্বই বধে ট্রেন্ট বোল্ট, মহম্মদ সামিরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। আর বাংলার রনজি দলের ক্রিকেটার সামি তো ইডেনের ঘরের ছেলেই। পারিবারিক ঝামেলার বাড়তি চাপ থাকাটাই স্বাভাবিক।

চাপ, সমস্যা- সব ফ্যাক্টরকে সরিয়ে রেখে বর্ষবরণের দিনে নাইটরা ছুটির মেজাজে। প্র্যাকটিসে নিয়মিত দলের শুভমান গিল, শিভম মাভি, কুলদীপ ছাড়া বাকিরা বিশ্রামেই কাটালেন। কাল বিশ্রাম থেকে ফিরে সোজা ডেয়ারডেভিলস-বধে নেমে পড়া। না পারলে, 'কেকেআর হ্যায় তৈয়ার' স্লোগানটা আরও ম্যাড়মেড়ে দেখাবে।

কার্তিকের চ্যালেঞ্জ গম্ভীরের 'ছায়া'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ● কলকাতা

১৫ এপ্রিল ঃ মাহির চেন্নাইয়ের পর উইলিয়ামসনের হায়দরাবাদ। টানা দুই ম্যাচে হার। সাজঘরের পরিকল্পনাকে মাঠে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। চাপ বাড়ছে কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্দরে। উপরি হিসেবে কাল ইডেনে প্রাক্তন কেকেআর অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরের ডেয়ারডেভিলসদের বিরুদ্ধে ম্যাচ। যে ম্যাচে পূর্বসূরির 'ছায়া' অতিক্রম করার কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দীনেশ কার্তিক। একাদশ আইপিএলে তিনটি ম্যাচের পর কার্তিকের নেতৃত্বের সমালোচনা শুরু হয়েছে। শিভম মাভিকে পরে আক্রমণে নিয়ে আসা, শুভমান গিলকে সাত নম্বরে ব্যাট করানো থেকে শুরু করে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত- সবেতেই অনভিজ্ঞ কার্তিকের খামতি সামনে আসছে। এমন অবস্থায় কাল ইডেনে কলকাতা বনাম দিল্লি ম্যাচ নিয়ে বাংলাজুড়ে আগ্রহ তুঙ্গে। টিকিটের চাহিদাও রয়েছে ভালোরকম। শেষপর্যন্ত খেলার ফল কী হবে, সময় বলবে। তবে নয়া কেকেআর অধিনায়ক কার্তিক নিশ্চিতভাবেই কাল চাপে থাকবেন। কারণ, তাঁর পূর্বসূরির সঙ্গে তুলনাটা চলবেই ম্যাচের সময়। সোজাকথায় 'ছায়া' থেকে বেরিয়ে আসার কঠিন লড়াইয়ের সামনে কাল কার্তিক।

নিশ্চিতভাবেই কেকেআরের সামনে কাল নয়া চ্যালেঞ্জ। নাইটদের প্রাক্তন অধিনায়কের সাফল্য কালকের ম্যাচে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে? আজ বিকেলে কেকেআরের অনুশীলন শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে দলের সহকারী কোচ সাইমন কাটিচ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করলেন। বলে দিলেন, 'গম্ভীর আমাদের সফলতম অধিনায়ক। তবে সেটা এখন ইতিহাস। আমরা সামনে তাকাতে চাই। তাছাড়া গম্ভীর যেমন কেকেআরের অনেক কিছু জানে, আমরাও জানি ওর সম্পর্কে। তাই এসব নিয়ে ভাবতে চাই না। খেলাটা মাঠে হবে। কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়।' নাইটদের সহকারী কোচের ভাবনা যাইহোক না কেন, তাঁকে সমর্থনের লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ, দিল্লি বনাম কলকাতার কালকের ম্যাচ এখন কার্তিকদের কাছে 'ছায়ার' বিরুদ্ধে লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও নাইটদের তরফে সেকথা কেউ স্বীকার করছেন না। সাইমন কাটিচ বলছেন, 'এভাবে কালকের ম্যাচ নিয়ে ভাবছি না আমরা। বাকিটা মাঠে দেখা যাবে।'

দলের সহকারী কোচের মতোই অধিনায়ক দীনেশ কার্তিকও কাল ইডেনে দিল্লির বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে বেশ ফুরফুরে মেজাজে। গতরাতে সানরাইজার্সের কাছে হারের পর মধ্যরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন নাইট অধিনায়ক। সেখানেই কার্তিক জানিয়েছেন, 'হায়দরাবাদ ম্যাচে বৃষ্টির পরই ছন্দ নষ্ট হয়েছিল আমাদের। তবে সেটা রোজ হওয়ার নয়। তাছাড়া হার থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের সামনে তাকাতে হবে। দ্রুত ভুল শুধরে নিতে হবে।' ভুল শুধরে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি হিসেবে নাইট অধিনায়ক বলছেন, 'হায়দরাবাদ ম্যাচে আমাদের স্পিনাররা দারুণ বল করেছিল। কিন্তু ব্যাট হাতে আমরা অন্তত ২০-৩০ রান কম করেছিলাম। পাশাপাশি ফিল্ডিংয়েও আমাদের আরও ভালো করতে হবে। আইপিএলে এখনও অনেক ম্যাচ বাকি। তাই আমরা সতর্ক হয়ে চলতে চাই আগামীদিনে।'

অবসরের পর ব্যবসা করবেন উইলিয়ামসন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল ঃ বর্তমান ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা ব্যাটসম্যানদের তালিকা করতে হলে তাঁকে রাখতেই হবে। তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ার কারো মনে সংশয় নেই। তিনি নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। একাদশ আইপিএলে তাঁকে দেখা যাচ্ছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়কের দায়িত্বে। তাঁর নেতৃত্বে হায়দরাবাদ ইতিমধ্যেই জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলেছে। ফলে অধিনায়ক উইলিয়ামসনের সঙ্গে পুরো দলই দারুণ মেজাজে। এমনই চনমনে মেজাজ নিয়ে আজ দুপুরে পূর্ব কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে স্পনসরদের এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন ধাওয়ান, উইলিয়ামসনরা। সেখানেই নিজের ক্রিকেট পরবর্তী জীবন নিয়ে মুখ খুলেছেন কিউয়ি অধিনায়ক। উইলিয়ামসন জানিয়েছেন, তিনি তাঁর ক্রিকেট জীবনের আদর্শ শচীনের মতোই ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পর পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিতে চান। সানরাইজার্স অধিনায়ক বলেছেন, 'অনেক ভারতীয় ক্রিকেটারই আমার ভালো বন্ধু। তার মধ্যে শচীন আমার আদর্শ। জাতীয় দলের হয়ে প্রথমবার যখন ভারতের বিরুদ্ধে খেলেছিলাম, তখন থেকেই শচীনকে অনুসরণ করছি। আমি আগামীদিনে ক্রিকেট ছাড়ার পর শচীনের মতোই পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিতে চাই।'

ভারতের মাটিতেই তাঁর টেস্ট অভিষেক হয়েছিল। উইলিয়ামসনের মনে এখনও তাজা আমেদাবাদের সেই টেস্ট অভিষেকের অভিজ্ঞতা। বলছেন, 'শচীন-লক্ষ্মণদের মতো কিংবদন্তিদের সঙ্গে সেই টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা আমার কাছে চিরন্তন। চিরকাল মনে থাকবে সেই টেস্ট ম্যাচ। অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছিল সেই ম্যাচে।' সানরাইজার্সের অনুষ্ঠানে উইলিয়ামসনের পাশে হাজির ছিলেন ধাওয়ান, সাকিবরাও। তাঁরাও মুগ্ধ তাঁদের নতুন অধিনায়ককে নিয়ে।

শাস্তির বিরুদ্ধে আবেদন গোয়ার

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় ● ভুবনেশ্বর

১৫ এপ্রিল ঃ তিন ফুটবলারের বিরুদ্ধে হওয়া শাস্তি কমানোর আবেদন জানিয়ে অ্যাপিল কমিটির দ্বারস্থ হল এফসি গোয়া। তবে রাত পর্যন্ত আপিল কমিটির সভা হওয়ার ব্যাপারে কোনো খবর নেই। মূলত সার্জিও এবং ব্রুনোকে ছাড়িয়ে মাঠে নামানোই এখন একমাত্র লক্ষ্য তাদের। তবে তার আগে সারাদিন ধরেই তারা ফেডারেশনের উপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে গেল।

এদিন সকালে ম্যানেজার্স মিটিংয়ে তারা রীতিমতো শোরগোল ফেলে দেয় ফুটবলারদের বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তি নিয়ে। কোচ ডেরেক পেরেরা সহ দলের একঝাঁক লোক এসে টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর অনিল কামাতকে চাপ দিচ্ছিলেন আগের ম্যাচের ফুটেজ দেখার জন্য। তাঁদের দাবি, কোনো অবস্থাতেই সার্জিও সেদিন গোলমালের মধ্যে ছিলেন না। তাঁকে যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁদের হাসিমুখে বোঝাতে দেখা যায় অনিল কামাতকে। ছিলেন ম্যাচ কমিশনার রবিশংকরও। তার আগেই অবশ্য বেশ রেগে স্টেডিয়াম ছাড়েন রেফারি অ্যাসেসর শংকর। মজার কথা হল, কমলেশ্বরণ শংকর যে ফিফা বিশ্বকাপও খেলিয়েছেন তাও জানা ছিল না এফসি গোয়ার কর্তাদের। তাঁরা ম্যানেজার্স মিটিংয়ের সময়ে তাঁকে বিশ্রী ভাষায় আক্রমণ করে বসেন। যা দেখে কলকাতার দুই দলের প্রতিনিধিরা অবাক। এদিন সেমিফাইনালের চার দলেরই ম্যানেজার্স মিটিং একসঙ্গে হয়। সেখানে এফসি গোয়ার প্রতিনিধি শংকর এবং রবিশংকরকে বারবার বলতে থাকেন, ওই ঝামেলার ভিডিয়ো ফুটেজ দেখা হোক। তাহলে সত্যিটা সামনে আসবে। এরপরেই আপিল কমিটির দ্বারস্থ হয় এফসি গোয়া।

পরে ডেরেক পেরেরার মতো ঠান্ডা মাথার লোকও দেখা গেল বেশ বিরক্ত হয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এলেন এবং ম্যাচ নিয়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে তাঁদের সঙ্গে যে সঠিক আচরণ করা হচ্ছে না সেসবের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। তখনই পরিষ্কার হয়ে যায়, বিষয়টা মোটেই হালকাভাবে নিচ্ছেন না তাঁরা। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে তখন দলের এক কর্তা কার্তিক ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ফেডারেশন এবং রেফারিদের বিরুদ্ধে। যেসব কথা শুনে বেশ অস্বস্তিতে তখন ফেডারেশনের মিডিয়া অফিসাররা। ডেরেক জানান, তাঁর দলে এখন প্রচুর চোট-আঘাত। তাই ১১ জন ফুটবলারও মাঠে নামানো কঠিন। এমনকি দুই গোলরক্ষকের জন্যই দলের বাকি ফুটবলারদের মতো জার্সি বানানো হয়েছে। যাতে প্রয়োজনে তাঁদের নামানো যায়। যদিও বিকেলে ক্লোজ ডোর অনুশীলনে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখা গেল, ১৬ জন ফুটবলার দিব্যি অনুশীলন করছেন। যার অর্থ, নিজেদের অবস্থাকে লুকিয়ে রেখে ফয়দা তুলতে চাইছে এফসি গোয়া। সবমিলিয়ে চাপের খেলায় এখন ডেরেক পেরেরার দল।

বেঙ্গালুরু কঠিন গাঁট : শিলটন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায় ● ভুবনেশ্বর

১৫ এপ্রিল ঃ আপামর বাঙালি যখন নববর্ষের দিনে ফুটবল দেবতার কাছে সুপার কাপের ফাইনালে ডার্বি চাইছেন তখন সেমিফাইনাল ম্যাচটাই যে কঠিনতম ম্যাচ হতে চলেছে তা জানিয়ে দিলেন শিলটন পাল। যার অর্থ, এই মরশুমে দু-বার আই লিগে হারানোর পর ইস্টবেঙ্গলকে আর বেঙ্গালুরুর সঙ্গে একই সারিতে বসাতে রাজি নন শিলটন। তাঁর কাছে যেন এফসি গোয়া তো বটেই, ইস্টবেঙ্গলের থেকেও এগিয়ে বেঙ্গালুরু এফসি। এদিন তাই কথা বলার সময়ে শিলটনের গলায় বারবারই সুনীল ছেত্রী, তাঁদের কোচ এবং দল সম্পর্কে শ্রদ্ধার সুর।

তিনিই এখন দলে সবথেকে সিনিয়র ফুটবলার। তাই বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে বাড়তি দায়িত্ব নিয়েছেন সবাইকে বোঝানোর। গত মরশুমে ফেডারেশন কাপের ফাইনালে সুনীলদের কাছে হেরেই ট্রফি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। এটা কি তারই প্রতিশোধের ম্যাচ হতে চলেছে, প্রশ্ন করলে শিলটনের জবাব, 'এভাবে দেখাটা ঠিক নয়। ফুটবলে প্রতিশোধ হয় না। বরং বলা যেতে পারে এটা ভারতীয় ফুটবলে একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। গত কয়েক বছর ধরেই আমাদের দু-দলের ফুটবল নিয়ে সারা দেশের আগ্রহ দেখা গেছে। এই ম্যাচটা সবসময়ই একটা অন্য উচ্চতায় ওঠে, এটাও ঘটনা। হ্যাঁ, গতবার আমরা ওদের বিরুদ্ধে হেরে যাওয়ায় ফেডারেশন কাপটা পাইনি। সেদিন আমাদেরও কিছু ভুলভ্রান্তি হয়েছিল। কিন্তু সেই দলের বেশিরভাগ ফুটবলারই এখন নেই। কিন্তু তাতে ম্যাচটার গুরুত্ব কিছুমাত্র কমে না।' তিনি নিজে দায়িত্ব নিচ্ছেন জুনিয়ারদের বোঝাতে। আর শংকরলাল তো আছেনই। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে রীতিমতো শ্রদ্ধা ঝরে পড়ে শিলটনের গলায়, 'সত্যি কথা বলতে কি বেঙ্গালুরু দুর্দান্ত খেলছে। বিশেষ করে সুনীল, উদান্তা এবং মিকুর মধ্যে বোঝাপড়া, সে বিষয়ে বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। তাছাড়া সুনীল যেরকম বিধ্বংসী ফর্মে আছে তা তো চিন্তার বিষয় অবশ্যই। তবে তার জন্য আলাদা করে কাউকে মার্কি করা হবে কিনা বা কীভাবে ওদের আটকানো হবে তা নিয়ে আমরা কাজ করছি।' অ্যালবার্ট রোকা দুই প্রধান সম্পর্কে অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল। সুপার কাপে তাঁদের ফিরে পেয়ে খুশি একথা নিজেই জানিয়েছেন। যা শুনে মুখে স্মিত হাসি শিলটনের। তাঁর মন্তব্য, 'ওনাকে আমরাও অসম্ভব শ্রদ্ধা করি। কারণ, উনি সবসময়ই বলেন যে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলকে ছাড়া এদেশের ফুটবলের কথা বলা যায় না। আর উনি একথা বলেছেন জেনেও খুব ভালো লাগছে। এখন তো সত্যিই যেন আইএসএল-আই লিগের দলের মধ্যেই একটা আলাদা প্রতিযোগিতা তৈরি হয়ে গিয়েছে। সেই লড়াইটাই আমাদের জিততে হবে মঙ্গলবার।' এদিন বিকেলে অনুশীলনের ফাঁকে জানিয়ে দিলেন, ক্লাবের এবং নিজের ফুটবল উন্নতির কামনা করে হোটেলে বসেই পুজো করেছেন এদিন। আসলে ফুটবলার হিসেবে যে চারজনের নাম এক বাক্যে উঠে আসে মোহনবাগানের সঙ্গে সেই শৈলেন মান্না, চুনি গোস্বামী, সুব্রত ভট্টাচার্য ও সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখন এক ব্র্যাকেটে শিলটন পালও। ফুটবলার হিসেবে কে কার থেকে বড়ো তা নিয়ে বিতর্ক থাকবেই। কিন্তু ক্লাবের প্রতি ভালোবাসায় এদের সঙ্গে একই সারিতে শিলটন। না হলে বার পুজোর জন্য এই ভুবনেশ্বরে বসেও কেন মন কেমন করবে তার? সেমিফাইনালের আগে তাই ক্লাবের পদত্যাগী সহসচিব সৃঞ্জয় বসুর কাছে আবদার করেছিলেন, তাঁর জন্য পুরোহিতের ব্যবস্থা করতে হবে। রাতারাতি পুরি থেকে পুরোহিত নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করেন সৃঞ্জয়। এই বিষয়ে শিলটন বলেন, 'প্রত্যেক বছর বারপুজোয় ক্লাবে যাই। এবার এখানে খুবই মনটা খারাপ লেগেছে। তাই টুম্পাইদাকে বলেছিলাম পুজো দেব। উনি পুরোহিতের ব্যবস্থা করে দেন। হোটেলেই পুজো করেছি।'

এদিকে, আগামী মরশুমের জন্য এদিনই মুম্বই সিটি এফসি-র অবিনাশ রুইদাসকে নিশ্চিত করে ফেলল মোহনবাগান।

রশিদকে কিপিং কঠিন : ঋদ্ধি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ● কলকাতা

১৫ এপ্রিল ঃ নতুন মরশুম। নতুন চ্যালেঞ্জ। নতুন দায়িত্ব।

একাদশ আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে নতুন দায়িত্ব উপভোগ করছেন ঋদ্ধিমান সাহা। উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু ধারাবাহিকভাবে ব্যাট হাতে ওপেন করার চ্যালেঞ্জটা তাঁর কাছে নতুন।

শিখর ধাওয়ানের সঙ্গে ওপেনার হিসেবে ইতিমধ্যেই তিনটি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন পাপালি। ভালো শুরুর পরও বড়ো রান এখনও পাননি। ৫, ২২ ও ২৪ রানের তিনটি ইনিংসের মধ্যে আগামীর সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে এখনও ঋদ্ধি ঝড় ওঠেনি আইপিএলে। কবে দেখা যাবে ২০১৪ সালের আইপিএল ফাইনালে শতরানের মতো ইনিংস? মধ্যরাতের ইডেনে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সাংবাদিক সম্মেলন শেষে উত্তরবঙ্গ সংবাদের এমন প্রশ্নের সামনে পড়ে হেসে ফেললেন পাপালি। বলে দিলেন, 'এভাবে শতরানের আগাম পূর্বাভাস হয় নাকি। আমি তো সবসময় সেরাটা দিয়েই চেষ্টা করি। বাকিটা পরে দেখা যাবে।' একাদশ আইপিএলে সানরাইজার্সের হয়ে ব্যাট হাতে তাঁর কাছে প্রত্যাশা রয়েছে, ভালোই জানেন তিনি। তবে সেই প্রত্যাশা ঋদ্ধির কাছে কোনো চাপ নয়। বরং ঋদ্ধিমান বলছেন, 'কোনো চাপের ব্যাপার নেই আমার মধ্যে। নিজের কাজ ও দায়িত্বটা জানি। আমাদের কাছে প্রতিটা ম্যাচই ফাইনালের মতো। সেভাবেই এগোতে চাইছি একাদশ আইপিএলে।' শিখর ধাওয়ানের সঙ্গে ওপেনার হিসেবে ঋদ্ধিকে বেশ আগ্রাসী মেজাজে দেখা যাচ্ছে। বড়ো শটও খেলছেন। গতকাল রাতে সুনীল নারায়ণের বলে ফিরতে হয়েছিল পাপালিকে। সমস্যাটা কী ছিল? উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ঋদ্ধিমান বলে দিলেন, 'আসলে বলটা অনেকটা টার্ন করেছিল। আমি ভুল লাইনে খেলেছিলাম। ব্যাটের ফাইন এজ হয়ে গেল।'

একাদশ আইপিএলে স্পিনারদের দাপট অব্যাহত। সবথেকে বেশি আলোচনা চলছে সানরাইজার্সের রশিদ খানকে নিয়ে। গতরাতে ইডেনে উইকেট না পেলেও তাঁর স্পিনের মায়াজাল বিভ্রান্ত করেছে বেশিরভাগ ব্যাটসম্যানকেই। রশিদ খানকে কিপিং করার অভিজ্ঞতাটা কেমন? মধ্যরাতের সাংবাদিক সম্মেলনে এমন প্রশ্নের সামনে ঋদ্ধিমান সাহা বলছেন, 'ওকে কিপ করাটা বেশ চ্যালেঞ্জিং। আদর্শ লেগস্পিনার বলতে পারেন। স্পিনের পাশে গুগলিটাও দারুণ করে। তাছাড়া রশিদের বলে পেসও রয়েছে। ফলে ব্যাটসম্যানদের পক্ষে ডেলিভারিটা বোঝা সহজ নয়। ওর মতো বৈচিত্র্য কম স্পিনারেরই রয়েছে। আমি অশ্বীন-জাদেজা-কুলদীপ-অমিতদের কথা মাথায় রেখেই বলছি।'

আফগান স্পিনার ঋদ্ধির শংসাপত্র পাওয়ার পর একাদশ আইপিএলে কী চমক দেখান, সেদিকে নজর থাকবে দুনিয়ার। পাশাপাশি কোহলির সেরা উইকেটকিপারের থেকেও আরও প্রত্যাশা থাকবে।

জিতল শুভজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ সিএবি-র পরিচালনায় ও আলিপুরদুয়ার উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত অম্বর রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৪ আন্তঃকোচিং ক্যাম্প ক্রিকেটে রবিবার শুভজিৎ মৈত্র (দানু) মেমোরিয়াল ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্প ৪৪ রানে উদয়নকে হারিয়েছে। ডিআরএম মাঠে শুভজিৎ ৪০ ওভারে ৫ উইকেটে ২১৮ রান তোলে। তাদের ধ্রুব সাহা ৫৩ রান করেন। উদিত চৌধুরি ৪৭ রানে অপরাজিত থাকেন। বিজয়কুমার শাহ ৫০ রানে পেয়েছে ২ উইক